ইত্তেফাক

তারিখ ...12.8.84...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 1 ...

0 008

ভর্তি সমস্যা

খরার পরে যেমন প্লাবন আসে, প্লাবনের পরে যেমন আসে মহামারী, ঠিক তেমনি পরীক্ষার পরে আসে ভর্তির সমস্যা। এসএসসি পরীক্ষার পরে এই সমস্যায় আক্রান্ত হইয়াছে ছাত্র-ছাত্রীরা। কলেজগুলিতে আসন-সংখ্যা সীমিত। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়িতেছে কিন্তু কলেজের সংখ্যা সেই হারে বাড়িতেছে না। তাহাছাড়া উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সব সময়কার প্রচেষ্টা থাকে ভাল কলেজ—তাহা না হইলে অগত্যা মাঝারি এবং কিছুই না হইলে কোনমতে যে কোন কলেজ। কিন্তু এখন যেকোন কলেজের আসনও দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সমস্যার চরিত্র কিন্তু এই একই, সর্বত্রই ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই অবস্থা। আমাদের বর্তমানে যে শিক্ষিতের হার রহিয়াছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তোড়ে উহা বজায় রাখাও দায় হইবে যদি প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গন হইতে শুরু করিয়া সর্বোচ্চ শিক্ষাঙ্গনের প্রতিটি স্তরে শিক্ষাক্ষেত্র আনুপাতিকভাবে সম্প্রসারিত না হয়। কেবলমাত্র রাজধানীর কোন কোন কলেজে একটি আসনের জন্য ভর্তি পরীক্ষায় বসিতে যাইতেছে ছয় জন। অর্থাৎ ছয় ভাগের পাঁচ ভাগেরই ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। ভর্তির স্রোত ঠেকানোর জন্য এখন অনেক কলেজে প্রাপ্ত নম্বরের একটা সীমারেখাও নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ নম্বরের নীচে পাইলে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ারও সুযোগ থাকিবে না। গত বছরও ভর্তি সমস্যা ছিল, তার আগের বছরেও ছিল, তারও আগে ছিল। কিন্তু সমস্যাটি ক্রমান্বয়ে প্রকট হইতে প্রকটতর হইতেছে। এবার যেরূপ ভয়াবহ পরের বছর উহা ভয়াবহতর হইবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এ পরিস্থিতি হইতে পরিত্রাণের উপায় লইয়া ব্যাপক চিন্তা-ভাবনারও প্রয়োজন রহিয়াছে। আমাদের সম্পদ সীমিত কিন্তু এই সীমিত সম্পদের সদ্ব্যবহার না করিয়া যদি আমরা ইহার অপব্যবহার করি তাহা হইলে বাঁচার পথ সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে। অতএব, দেখা দরকার এই সীমিত সম্পদের মধ্যেও কিভাবে আমরা সর্বোৎকৃষ্ট ফল পাইতে পারি। শিক্ষা খাতে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ হইয়া থাকে উহার যথার্থ ব্যবহার যদি নিশ্চিত করা যায় তাহা হইলে ভর্তি সমস্যা এতখানি প্রকট হইয়া উঠিত না। যদি মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা যাইতে পারিত তাহা হইলে শিক্ষাঙ্গনের চাপ এত তীব্র হইত না। পশ্চিমের উন্নত দেশের কথা ছাড়িয়া দিলেও এশিয়া-আফ্রিকার কোন কোন দেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যত ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করে আমাদের দেশের সমস্ত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়েও অত ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি বা অধ্যয়নের সুযোগ আছে কিনা সন্দেহ। কোন পদ্ধতিতে এই অধ্যয়ন প্রক্রিয়া চলিতেছে? খোঁজ নেওয়ার দরকার নাই। শিক্ষাঙ্গনের হর্তাকর্তাদের উহা জানা থাকার কথা। ঐ সমস্ত দেশে তো বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কিংবা স্কুল-কলেজগুলি সরকারের বাজেট বরাদ্দ অথবা ভর্তুকির জন্য চাহিয়া থাকে না। ঐ সমস্ত দেশে তো ভর্তির জন্য ধরাধরি বা অন্য কোন পন্থার প্রয়োজন পড়ে না। উচ্চশিক্ষার ইচ্ছা সবারই থাকে। যাহার সেই ইচ্ছা এবং সঙ্গতি আছে সে কেন সুযোগের সীমাবদ্ধতা হেতু বঞ্চিত হইবে? যেখানে আজ দেশে দেশে শিক্ষিতের হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে-সেখানে আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার অপরিবর্তিত রাখার চেষ্টা করিতেও হিমশিম খাইতে হইবে কেন? আমরা মনে করি এসব দিক ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন রহিয়াছে এবং তদনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করারও দরকার আছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যাহাতে ভর্তি সমস্যার দ্বারা জর্জরিত না হয়, ছাত্র-ছাত্রীরা যাহাতে ভর্তির ব্যাপারে কোন দুর্ভাবনায় না ভোগে সে ব্যাপারে নজর দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।